পাক্ষিক

আহ্‌মদী

মানব
জাতির
জন্য জগতে
আজ কুরআন
ব্যতিরেকে
আর কোন ধর্মগ্রন্থ
নাই এবং আদম
সন্তানের জন্য
বর্তমানে মোহাম্মদ
মোস্তফা (সাঃ)
ভিন্ন কোন রসুল
ও শাফায়তকারী নাই।
অতএব তোমরা সেই মহা
গৌরব সম্পন্ন নবীর
সহিত প্রেমসূত্রে
আবদ্ধ হইতে চেষ্টা
কর এবং অন্য
কাহাকেও তাঁহার
উপর কোন প্রকারের
শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না।

—হযরত
মসীহ মওউদ (আঃ)

إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

সম্পাদক
এ. এইচ, এম,
আলী আনওয়ার

নব পর্যায়ের ৩৭ বর্ষ ॥ ২১ শ সংখ্যা
১লা চৈত্র ১৩৯০ বাংলা ॥ ১৫ই মার্চ ১৯৮৪ ইং ॥ ১১ই জঃ সানি ১৪০৪ হিঃ
বার্ষিক চাঁদা ॥ বাঙলাদেশ ও ভারত ২০.০০ টাকা ॥ অন্যান্য দেশ ৩ পাউণ্ড

সূচীপত্র

পাক্ষিক 'আহ্‌মদী' | ১৫ই মার্চ ১৯৮৪ | ৩৭শ বর্ষ : ২১শ সংখ্যা

বিষয়	লেখক	পৃঃ
* তরজমাতুল কুরআন : সূরা আ'রাফ (৯ম পারা ১১শ রুকু)	মূল : হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সানী (রাঃ) অনুবাদ : মোহ্‌তারম মৌঃ মোহাম্মদ, আমীর, বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়া	১
* হাদীস শরীফ :	অনুবাদ : এ, এইচ, এম আলী আনওয়ার	৩
* অমৃত বাণী :	হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহমুদ	৫
* ৬১তম সালানা জলসা উপলক্ষে : পবিত্র পয়াগাম	হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) অনুবাদ : মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহমুদ	৭
* মুসলমানদের নৈতিক অবক্ষয় ও উহার প্রতিকার	জনাব খন্দকার আজমল হক	১০
* সংবাদ :	সংকলন : মৌঃ আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ	১৫
* অপ্রীতিকর ও শিক্ষনীয় :		২০

প্রত্যেক জামাতে ২৩শে মার্চ : "মসীহ মওউদ দিবস" পালন করুন।

দোওয়ার আবেদন

আমি ছয়মাস যাবৎ বিভিন্ন রোগে ভুগিতেছি আমার আশু রোগমুক্তির জন্য জামাতের সকল ভ্রাতা ও ভগ্নির নিকট আকুল দোওয়ার আবেদন জানাইতেছি। —মোঃ রফিক আহমদ চৌধুরী।
জামালপুর, হবিগঞ্জ (সিলেট)

নতুন টেলিফোন

ঢাকা আঞ্জুমান আহমদীয়ার অফিসে নতুন টেলিফোন লাগান হয়েছে। নম্বর ৫০৭৩৪১

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ

পাক্ষিক

আ হ ম দী

নব পর্যায়ে ৩৭ বর্ষ : ২১শ সংখ্যা

১৫ই মার্চ ১৯৮৪ইং : ১লা চৈত্র ১৩৯০ বাংলা : ১৫ই এহ্সান ১৩৬৩ হিঃ শামসী

সুরা আ'রাফ

[ইহা মক্কী সুরাহ, বিসমিল্লাহসহ ইহার ২০৭ আয়াত এবং ২৪ রুকু আছে]

নবম পারা **১১শ রুকু**

৮৯। তাহার জাতির প্রধানগণ, যাহারা অহংকার করিয়াছিল, বলিল, হে শোয়েব! নিশ্চয় আমরা তোমাকে এবং ঐ সকল লোককে যাহারা তোমার সহিত ঈমান আনিয়াছে, আমাদের শহর হইতে বাহির করিয়া দিব, অথবা তোমরা আমাদের ধর্মে ফিরিয়া আসিবে ; সে বলিল, আমরা যদি (এই কাজকে) অপসন্দও করি (তবুও কি তোমরা আমাদিগকে বাহির করিয়া দিবে) ?

৯০। (প্রকৃত পক্ষে) যদি আমরা তোমাদের ধর্মে ফিরিয়া যাই, ইহার পর যে আল্লাহ আমাদিগকে উহা হইতে উদ্ধার করিয়াছেন, তাহা হইলে (ইহার এই অর্থ হইবে না যে তোমরা সত্যবাদী, বরং এই হইবে যে) প্রকৃত পক্ষে আমরা আল্লাহর নামে মিথ্যা রচনা করিয়াছিলাম, এবং (এখন ঈমান আনিবার পর) আমাদের রাব্ব আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত উহাতে (অর্থাৎ পূর্বের ধর্মে) ফিরিয়া যাওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নহে, আমাদের রাব্ব সকল বস্তুকে জ্ঞান দ্বারা পরিবেষ্টন করিয়া আছেন ; আমরা আল্লাহর উপর নির্ভর করি, (এবং তাহারা বলে,) হে আমাদের রাব্ব, তুমি আমাদের এবং আমাদের জাতির মধ্যে হক্ অনুযায়ী ফয়সালা কর, তুমি সর্বোত্তম ফয়সালাকারী।

৯১। এবং তাহার জাতির প্রধানগণ, যাহারা কুফর করিয়াছিল, বলিল, যদি তোমরা শোয়েবের অনুসরণ কর, তাহা হইলে নিশ্চয় তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।

৯২। অতঃপর এক ভূমিকম্প তাহাদিগকে গ্রেফতার করিল, ফলে তাহারা তাহাদের গৃহে উপুড় হইয়া পড়িয়া রহিল।

৯৩। যাহারা শোয়েবকে মিথ্যাবাদী বলিয়া অস্বীকার করিয়াছিল তাহারা (এরূপ ভাবে নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল) যেন (তাহারা) নিজ দেশে কখনও বাস করে নাই, (পুনঃ বলা যাইতেছে যে,) যাহারা শোয়েবকে মিথ্যাবাদী বলিয়া অস্বীকার করিয়াছিল তাহারা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল।

৯৪। তখন সে (শোয়েব) তাহাদের দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া অন্যদিকে চলিয়া গেল এবং বলিয়া গেল, হে আমার জাতি! নিশ্চয় আমি তোমাদিগকে আমার রাব্বের পয়গাম পেঁৗছাইয়া দিয়াছিলাম এবং তোমাদিগকে হিতোপদেশ দিয়াছিলাম, অতএব এখন আমি কিরূপে কাফের জাতির জন্য দুঃখ করিব।

১২শ রুকু

৯৫। এবং আমরা কখনও কোন শহরে কোন নবী পাঠাই নাই যাহার অধিবাসীদিগকে আমরা কঠোরতা ও দুঃখকষ্ট দ্বারা গ্রেফতার করি নাই অবশ্যই দুর্ভোগ ক্লেশ দ্বারা ধৃত করিয়াছি যেন তাহারা বিনয়াবনত হয়।

৯৬। অতঃপর আমরা মন্দ অবস্থাকে ভাল অবস্থায় বদলাইয়া ছিলাম, এমনকি' যখন তাহারা (ধনে-জনে) বাড়িয়া গেল তখন তাহারা বলিতে লাগিল, আমাদের পিতৃ-পুরুষগণের উপরও কষ্ট ও সুখ আসিত, (আমাদের জন্য ইহা নূতন নহে); অতএব অকস্মাৎ আমরা তাহাদিগকে গ্রেফতার করিলাম এবং তাহারা বুঝিতে পারে নাই যে এরূপ কেন হইল)

৯৭। কিন্তু যদি সেই সকল শহরের অধিবাসীগণ ঈমান আনিত এবং তাকওয়া অবলম্বন করিত তাহা হইলে আমরা নিশ্চয় তাহাদের উপর আসমান ও যমীনের সকল প্রকার বরকতের দুয়ার খুলিয়া দিতাম, কিন্তু তাহারা (নবীগণকে) মিথ্যাবাদী বলিয়া অস্বীকার করিল, অতএব তাহারা যাহা অর্জন করিত উহার জন্য আমরা তাহাদিগকে গ্রেফতার করিলাম।

৯৮। এই সকল শহরের অধিবাসীগণ (অর্থাৎ মক্কা ও উহার আশে-পাশের লোক সকল) কি এই বিষয়ে নিরাপদ হইয়া গিয়াছে যে আমাদের আযাব রাত্রিকালে তাহাদের উপর আসিবে না, যখন তাহারা ঘুমাইয়া থাকিবে?

৯৯। অথবা এই সকল শহরের অধিবাসীগণ কি এই বিষয়ে নিরাপদ হইয়া গিয়াছে যে আমাদের আযাব পূর্বাহ্নে তাহাদের উপর আসিবে না যখন তাহারা খেলা-ধূলায় লিপ্ত থাকিবে?

১০০। তাহারা কি আল্লাহর তদবীর হইতে নিরাপদ হইয়া গিয়াছে? (তবে তাহাদিগকে স্মরণ রাখা উচিত যে) আল্লাহ্‌র তদবীর হইতে একমাত্র ক্ষতিগ্রস্ত জাতি ছাড়া কেহ নিজদিগকে নিরাপদ মনে করে না। (ক্রমশঃ)

('তফসীরে সগীর' হইতে কুরআন করীমের বঙ্গানুবাদ)

সেই জ্যোতিতে আমি বিভোর হইয়াছি। আমি তাঁহারই (সাঃ) হইয়া গিয়াছি॥ যাহা কিছু তিনিই (সাঃ), আমি কিছুই না। প্রকৃত মীমাংসা ইহাই॥ (উর্দু দুররে সমীন)

—হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

হাদিস শরীফ

সাহাবাগণের উৎকৃষ্ট গুণাবলী, আউলিয়াগণের কিরামত এবং সাধু পরিচিতি।

১। হযরত আবু হুরাইরাহ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন যে, আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম দশ ব্যক্তি সহ গঠিত এক পার্টি কোন গোপন গুরুত্বপূর্ণ কার্যে প্রেরণ করেন। আসেম বিন সাবেত (রাযিঃ) আনসারীকে ইহার নেতা নিযুক্ত করিয়াছিলেন। দলটি রওয়ানা হইয়া যখন উসফান ও মক্কার মধ্য ভাগে অবস্থিত দাহুহ্ নামক স্থানে পৌঁছিল, তখন বনু যুগাইনগণ এক গোত্র বনি লেহ্ইয়ানকে এই পার্টি সম্পর্কে সংবাদ দিল। তাহারা এক সহস্র তীরন্দাজ এই মুজাহিদগণের পাশ্চাদ্ধাবনার্থ প্রেরণ করিল। তাহারা পদ-চিহ্ন দ্বারা পথের সন্ধান করিতে করিতে তাঁহাদিগকে যাইয়া নাগাল পাইল। যখন হযরত আসেম (রাযিঃ) এবং তাঁহার সাথীগণ এই পাশ্চাদ্ধাবনকারীরা তাঁহাদিগকে ঘিরিয়া ফেলিল এবং ঘোষণা করিল ঃ তোমরা নীচে আস এবং আমাদের নিকটে আত্ম-সমর্পন কর। আমরা তোমাদের সহিত পাকা ওয়াদা করিতেছি যে, কাহাকেও 'কিছু বলিব না'। হযরত আসেম (রাযিঃ) বলিলেন, 'হে আমার সাথী বন্ধুগণ, এই সব কাফেরের কথা বিশ্বাস পূর্বক তাহাদের কাছে আত্মসমর্পন করিবে না।" অতঃপর হযরত আসেম (রাযিঃ) দোওয়া করিলেন ঃ হে আমাদের খোদা! তুমি এই সংকট অবস্থার সংবাদ তোমার পবিত্র রসুলকে পৌঁছাইয়া দাও'। যাহা হউক যখন, শত্রুরা দেখিল যে, অবরুদ্ধ দল তাহাদের কথায় অবতরণ করিল না তখন তীর বর্ষণ আরম্ভ করিল। আসেম (রাযিঃ) ও তাঁহার কতিপয় সাথী শহীদ হইলেন। শুধু তিন ব্যক্তি উহাদের ওয়াদা-অঙ্গীকারে প্রত্যয় পূর্বক নিম্নে অবতরণ করিলেন এবং উহাদের হস্তে আত্ম-সমর্পণ করিলেন। তাঁহাদের এক জন ছিলেন খুবাইব (রাযিঃ) দ্বিতীয় ছিলেন যাহদ বিন দাসেনাহ্ (রাযিঃ) এবং অন্য এক সাহাবী যাহার নাম রাবির (বর্ণনাকারী) স্মরণ নাই। যখন শত্রুরা তাঁহাদের তিন জনের উপর কাবু পাইল, তখন তাহারা ধনুকের সূত্র দ্বারা তাঁহা-দিগেকে বাঁধিল। তৃতীয় সাহাবী (রাযিঃ) যাঁহার নাম রাবির স্মরণ নাই, তিনি শত্রুদিগকে বলিলেন ঃ এই তোমাদের প্রথম বিশ্বাস ঘাতকতা, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গন। খোদার কসম আমি তোমাদের সঙ্গে যাইব না। শহীদ হইয়াছেন যে সাহাবীগণ, তাঁহারা আমার আদর্শ, আমি তাঁহাদেরই পথে চলিব'। শত্রুরা এই সাহাবীকে টানা-হেচরা করিয়া বল পূর্বক তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া যাইতে চাহিল। কিন্তু তিনি তাহাদের সাথে যাইতে অস্বীকার করিলেন। তাহারা তাঁহাকে শহীদ করিল। খুবাইব (রাযিঃ) ও যাইদ (রাঃ)-কে তাহারা সঙ্গে লইয়া গেল এবং তাঁহাদিগকে মক্কাবাসীদের নিকট বিক্রয় করিল। এই ঘটনা বদর যুদ্ধের পরবর্তী ঘটনা। হযরত খুবাইব (রাযিঃ) ঐ যুদ্ধে মক্কার এক প্রধান হারিসকে হত্যা করিয়াছিলেন। প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য হারিসের পুত্রগণ তাঁহাকে ক্রয় করিল। খুবাইব (রাযিঃ) দীর্ঘ কাল তাহাদের হস্তে বন্দী রহিলেন। অবশেষে, তাহারা তাঁহাকে শহীদ করিবার সিদ্ধান্ত করিল। ঐ সময়েরই কথা, হযরত খুবাইব (রাযিঃ) হারিসের কন্যার নিকট হইতে নাভীর নিম্নস্থ চুল সাফ

করিবার জন্য ক্ষুর লইলেন। ক্ষুর তাঁহার হাতে ছিল। এমন সময় স্ত্রীলোকটির স্তন্যপায়ী শিশু হেচড়াইয়া তাঁহার নিকট গিয়া তাঁহার কোলে বসিল। হারিসের কন্যা হঠাৎ যখন দেখিল যে, তাহার পুত্র খুবাইবের (রাযিঃ) ক্রোড়ে বসিয়া রহিয়াছে। তখন অত্যন্ত শঙ্কাভিভূতা হইয়া পড়িল। হযরত খুবাইব (রাযিঃ) ইহা টের পাইয়া বলিলেন: 'তুমি কি মনে কর যে, আমি তোমার শিশুকে বধ করিব? এরূপ কাপুরুষতা আমার সম্বন্ধে আশঙ্কা করিবে না'। পরে হারিসের কন্যা এই ঘটনা বর্ণনা করিতে যাইয়া বলিল: 'খোদার কসম খুবাইব (রাযিঃ) হইতে ভাল কোনো কয়েদী আমি দেখি নাই। খোদার কসম, এক দিন আমি দেখিলাম যে, এক খোসা আঙ্গুর তাহার হাতে ছিল। তখন সে শিকলে আবদ্ধ ছিল। ঐ সময় মক্কায় এই ফলের মৌসুম ছিল না। ইহা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহতায়ালার তরফ হইতে প্রদত্ত রিজিক ছিল, যাহা খুবাইব (রাযিঃ) প্রাপ্ত হইয়াছিল'। বস্তুতঃ যখন হারিসের পুত্র, খুবাইব (রাযিঃ)-কে বধ করিবার জন্য বধ-ভূমিতে লইয়া গেল তখন খুবাইব (রাযিঃ) বলিলেন: 'আমাকে দুই রাকায়াত নামায পড়িতে দাও।' তাঁহাকে অনুমতি দিল খুবাইব (রাযিঃ) দুই রাকাত নামায পড়িলেন। অতঃপর বলিলেন: 'খোদার কসম, যদি তোমরা মনে না করিতে যে, হত্যার ভয়ে শঙ্কিত হইয়াছি, আমি আরো দীর্ঘ নামায পড়িতাম।' অতঃপর হযরত খুবাইব (রাঃ) দোওয়া করিলেন: খোদা আমার, ইহাদিগকে গুনিয়া রাখ। ইহাদের প্রত্যেককে লাঞ্ছনার মৃত্যু দিবে এবং কাহাকেও ছাড়িবে না'। অতঃপর খুবাইব (রাযিঃ) এই কবিতা পাঠ করিলেন

'যখন আমি মুসলমান হওয়া অবস্থায় বেকসুর নিহত হইতেছি, তখন আমি ইহার পরওয়া করি না যে নিহত হওয়ার পর আমি কোন পার্শ্বে নিপতিত হইব। আমার নিহত হওয়া খোদার পথে এবং তাঁহার সন্তুষ্টির জন্য। যদি আমার খোদা চাহেন, তবে তিনি এই খণ্ড বিখণ্ড দেহাংশগুলির প্রতি তাঁহার প্রতি বরকত নাযেল করিবেন।'

হযরত খুবাইব (রাযিঃ)ই সেই সাহাবী, যিনি শত্রু হস্তে ধৃত হইয়া তাহাদের অত্যাচারে নিহত হন এবং এরূপ মুসলমানগণের জন্য নামায পড়িবার সুন্নত (রীতি) প্রবর্তনের কারণ হন। আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম আল্লাহ্‌তায়ালা হইতে সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার সাহাবাগণ (রাযিঃ)-কে উক্ত দুঃখজনক সম্পূর্ণ ঘটনাটি সেই দিনই অবহিত করেন, যে দিন সেই গুরুত্বপূর্ণ কার্যে শরীক সাহাবাগণ শহীদ হইয়াছিলেন। এই ঘটনায় ইহাও একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় যে, কুরাইশগণ যখন জানিতে পারিলেন যে, হযরত আসেম (রাযিঃ) শহীদ হইয়াছেন তখন কতিপয় ব্যক্তি তাঁহার লাশ বা উহার কোন অংশ আনার জন্য সেখানে গেল। হযরত আসেম (রাযিঃ) কুরাইশদের এক বড় সরদারকে বদর যুদ্ধে নিহত করিয়াছিলেন। এই রোষে কুরাইশ আসেমের (রাযি) লাশের বে-হুরমতি করিতে চাহিয়াছিল। কিন্তু আল্লাহ্‌তায়ালা আসেমের (রাযিঃ) হিফজতের-ছায়ার জন্য ছায়ার ন্যায় বহু মধুমক্ষিকা বা ভল্লুক প্রেরণ করিলেন। উহার লাশের অসম্মান ঘটাইবার জন্য যাহারা আসিয়াছিল, তাহাদিগকে দংশন করিল এবং তাহাদিগকে লাশের কাছেও ভিড়িতে দিল না। তাহারা অকৃতকার্য, লাঞ্ছিত ও বিপর্যস্ত হইয়া পলায়ন পূর্বক প্রত্যাগমন করিতে বাধ্য হইল।" ['বুখারী: কিতাবুল মাগযি; 'বায়ু গযওয়াতুর্‌ জিয়ে ও রমল ২:৫৮৫:]

('হাদিকাতুস সালেহীন গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ হইতে উদ্ধৃত)

অনুবাদ :—**এ, এইচ, এম, আলী আনওয়ার**

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) এর

অমৃত বাণী

খুব স্মরণ রাখও যে, হৃদয়ের ইসলাহ বা আত্ম-শুদ্ধি সাধন করা তাঁহারই কাজ, যিনি মানব-হৃদয়কে সৃষ্টি করিয়াছেন।

বিচার বিশ্লেষণ-যোগ্য বিষয় হইল এই যে, ইসলামে সংস্কার-কার্য প্রকৃতপক্ষে কিরূপে সাধিত হইতে পারে? পক্ষান্তরে এখন উহা কি কি পন্থায় অনুষ্ঠিত হইতেছে? এবং ইসলামের উপর কি কি আক্রমণ চলিতেছে? (উহা নির্ণয় না করিয়া এবং এ সব বিষয়ের (বিশ্লেষণ ব্যতিরেকে) প্রতিরোধ ও প্রতিকার করার প্রচেষ্টা চালানোর প্রশ্নই উঠে না এবং সংস্কার সাধানের কাহারও স্বকীয় দাবী সম্পূর্ণ অলিক ও কাল্পনিক মাত্র।

আল্লাহ্‌তায়ালার আদেশ ও ইঙ্গিতে প্রবর্তিত সংস্কার-পন্থাই সদা কল্যাণকর ও ফলপ্রসু হইয়া আসিয়াছে। যদি প্রত্যেক ব্যক্তির নিজস্ব ধ্যান-ধারণা প্রসূত প্রস্তাব, কর্মসূচী বা পরিকল্পনার দ্বারা বিকারগ্রস্থ জাতি সমূহের ইসলাহ বা সংস্কার সাধিত হইতে পারিত, তাহা হইলে নবীগণের আগমন ও অস্তিত্বের কোনই প্রয়োজন থাকিত না। যতক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণরূপে রোগ নির্ণয় না করা হয়, তারপর সন্দেহাতীত বিশ্বাস ও পূর্ণ প্রত্যয়ের সহিত উহার চিকিৎসা-ব্যবস্থা সম্বন্ধে জ্ঞাত না হওয়া যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত ব্যধি নিরাময়ের কাজ সফল হইতে পারে না।

ইসলামের যে নাজুক অবস্থা ঘটিয়া চলিয়াছে উহা একমাত্র ঐ সকল তথাকথিত চিকিৎসকদের (তথা সংস্কারকদের) কারণেই ঘটিতেছে, যাহারা উহার ব্যধি নির্ণয় না করিয়াই নিজেদের খেয়াল-খুশী মত নিজেদের স্বার্থকে সামনে রাখিয়া উহার চিকিৎসা বা সংস্কার করিতে উদ্যত হইয়াছেন। কিন্তু নিশ্চয় স্মরণ রাখিবেন যে বর্তমান ব্যধি ও উহার চিকিৎসা সম্বন্ধে এই সকল লোক সম্পূর্ণ অজ্ঞ। প্রকৃতপক্ষে উহা একমাত্র সেই ব্যক্তিই নির্ণয় ও সংস্কার সাধন করিতে পারেন যাহাকে আল্লাহ্‌তায়ালা উক্ত উদ্দেশ্যে প্রেরণ করিয়া থাকেন, এবং সেই ব্যক্তি আমি।

ইসলামের অভ্যন্তরে এক ভয়াবহ বিষফোড়ার উদ্ভব ঘটিয়াছে এবং বাহিরের দিক হইতে এক কুষ্ঠ বিস্তার লাভ করিয়া চলিয়াছে। আভ্যন্তরীণ ফোড়ার কারণ ঘটাইয়াছে স্বয়ং মুসলমানগণ, যাহারা আঁ-হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পবিত্র শিক্ষা ও উৎকৃষ্ট আদর্শকে পরিত্যাগ করিয়া নিজেদের রায় ও কল্পনা অনুযায়ী উহাতে সংস্কার ও পরিবর্তন সাধনে তৎপর হইয়াছে। যে সকল কথা আঁ-হযরত (সাল্লাল্লাহু) এর ধ্যান ধারণা ও কল্পনাতেও ছিল না সেগুলি আজ ইবাদত বলিয়া সাব্যস্ত হইয়াছে এবং পরহেজগারী ও তপস্যা-সাধনাকে প্রধানতঃ সেগুলির উপরই নির্ভরশীল করা হইয়াছে। এ ধরণের আরো যাবতীয় বিষয় লক্ষ্য করিয়া বাহিরের শত্রুগণও সুযোগ পাইল এবং তাহারা অস্ত্র-সস্ত্রে সজ্জিত হইয়া ইসলামের উপর আক্রমণরত হইল এবং উহার পবিত্র অস্তিত্বকে ক্ষতবিক্ষত করিয়া ফেলিল। দুশমনগণ উহাকে এরূপ কংশিত ও

বিকট চেহারায় দেখাইতে আরম্ভ করিল যে অপর তো অপরই আপনজনের মধ্যেও উহার প্রতি ঘৃণা সঞ্চার করিয়া প্রত্যেকে নিজ নিজ ধারায় উহার চিত্রকে ভয়াবহ রূপদানে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িল। এহেন অবস্থায় পার্থিব অস্ত্র এবং জাগতিক চেষ্টা-কৌশল কোন কাজে আসিতে পারে না। ইহার জন্য স্বর্গীয় অস্ত্র এবং অসামানী তদ্বির ও কৌশলের আবশ্যক। সেজন্য যতক্ষণ পর্যন্ত না আসমানী আকর্ষণ, স্বর্গীয় সাহায্য ও সমর্থন কোন ব্যক্তিকে দান করা হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত সফলতা আসিতে পারে না। নবীগণের আবশ্যকতার ইহাই শ্রেষ্ঠ প্রমাণ। কেননা পথভ্রষ্টতা ও বিকৃতি-কালে এতদ্ব্যতীত জগতের সংস্কার ও সংশোধন যদি সাধিত হইতে পারিত, তাহা হইলে দার্শনিক বা ফিলাসফার এবং প্রতিভাবান বিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ প্রত্যেক যুগেই বিদ্যমান চলিয়া আসিয়াছেন ; নবীগণের আগমন কালেও এরূপ লোকের অভাব ছিল না। এখনও তাহারা মওজুদ আছেন। কিন্তু এ সকল ফিলাসফার ও সামাজিক রিফর্মার খোদাতায়ালা হইতে এতই দূরে সরিয়া পড়িয়াছেন যে, তাহাদের নিকট হয়ত খোদাতায়ালার নাম উচ্চারণ করাও পাপ ও অপরাধ বলিয়া ধরা হয়। তারপর তোমরাই বলিয়া দাও, এই দর্শন বা ফিলাফসি এবং এই তথাকথিত সংস্কার ও সংশোধন কার্য তোমাদিগকে কোথায় নিয়া নিক্ষপ্ত করিবে? ইহা হইতে কোনরূপ কল্যাণ প্রত্যাসা করা ভয়ানক ভুল। তোমরা কি দেখ না যে, খোদা-তায়ালার এই বিধানই চলিয়া আসিয়াছে যে, 'এসলাহ' বা সংস্কারের উদ্দেশ্যে তিনি নবীগণকেই আদিষ্ট করিয়া প্রেরণ করিয়াছেন? নবীগণ যখন আসেন তখন দৃশ্যতঃ এক মহা বিশৃঙ্খলা দেখা যায়। ভ্রাতা ভ্রাতা হইতে এবং পিতা পুত্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। সহস্র সহস্র প্রাণ-হানি ঘটে, যেমন, হযরত নূহ (আঃ)-এর সময়ে তুফান ও বন্যার দ্বারা তাঁহার বিরুদ্ধবাদীগণকে ধ্বংস করিয়া দেওয়া হয়। মূসা (আঃ)-এর যুগে অন্যান্য কতিপয় আজাব ও শাস্তি অবতীর্ণ হয় এবং ফেরাউনের লস্করকে জলমগ্ন করা হয়।

মোট কথা, খুব স্মরণ রাখিও যে, হৃদয়ের ইসলাহ বা সংশোধন তথা আত্ম-শুদ্ধি সাধন করা তাঁহারই কাজ, যিনি মানবহৃদয়কে সৃষ্টি করিয়াছেন।

নিছক বাক্য উচ্চারণ ও কথার চাতুর্য্যের দ্বারা সংস্কার ও আত্মশুদ্ধি সাধিত হইতে পারে না। বরং সেই সকল কথা ও বাক্যের মধ্যে এক রূহ (আধ্যাত্মিক সঞ্জীবনী শক্তি) থাকিতে হইবে। সুতরাং যে ব্যক্তি কুরআন করীম পাঠ করিয়াছে কিন্তু এটুকুও বুঝে নাই যে হেদায়েত ও সুপথের নির্দেশ আসমান হইতে আসে. সে কুরআন পাঠ করিয়া কি বা বুঝিল?

তখনই সে বুঝিতে পারিবে, যখন "আলাম ইয়া'তে কুম নযীর" (—অর্থাৎ, তোমাদের নিকট কি কোন সাবধানকারী অসিয়াছিলেন না ?) সম্পর্কিত প্রশ্ন তাহাকে করা হইবে। আসল কথা এই যে, "খোদা রা বাখোদা তওয়াঁ শনাখ্‌ত" (—অর্থাৎ, খোদাকে খোদার মাধ্যমে বা তাঁহারই সাহায্যে সনাক্ত কর")।

বস্তুতঃ উক্ত উপায় আল্লাহ্ কর্তৃক আদিষ্ট ইমাম ব্যতিরেকে লাভ করা যায় না। কেননা ইমাম খোদাতায়ালার নিত্যনূতন তাজা নিদর্শনাবলীর বিকাশস্থল হইয়া থাকেন এবং খোদা-তায়ালার তাজাল্লি বা জ্যোতির্বিকাশ সমূহ তাহার মাধ্যমেই ঘটিয়া থাকে। সেজন্যই হাদিস শরীফে নির্দেশ করা হইয়াছে—"মান লাম ইয়ারেফ ইমামা যামানেহি ফাকাদ মাতা মিতাতাল জাহেলিয়াতে" —অর্থাৎ 'যে ব্যক্তি জামানার ইমামকে চিনিতে পারে নাই সে নিশ্চয়ই অজ্ঞানতার মৃত্যু বরণ করিল।' (আল-হাকাম ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৮তম সংখ্যা পৃঃ ১০; ২৪শে মে ১৯০৫ ইং ; মলফুজাত ৮ম খণ্ড পৃঃ ১৩৪—১৩৫) —অনুবাদ : মৌঃ **আহমদ সাদেক মাহমুদ** সদর মুরুব্বী

বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার
৬১ তম সালানা জলসা উপলক্ষে
সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) প্রেরিত
পবিত্র পয়গাম

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ

خدا کے فضل اور رحم کے ساتھ
ھوالناصر

আমার প্রিয় ভ্রাতা ও ভগ্নিগণ !

আস্-সালামু আলাইকুম ওয়াহমাতুল্লাহে ওবারাকাতুহু !

আমি ইহা জানিতে পারিয়া আনন্দিত হইয়াছি যে, বাংলাদেশ জামাত আহমদীয়া ৯, ১০ ও ১১ই মার্চ ১৯৮৪ ইং ঢাকাতে তাহাদের ৬১তম সালানা জলসার আয়োজন করিতেছে। আল্লাহতায়ালা এই জলসাকে অত্যন্ত বরকত মণ্ডিত করুন এবং অপনাদের সকলকে যাহারা এই জলসায় যোগদানের উদ্দেশ্যে আসিয়াছেন, তাঁহার ফজল ও রহমতের দ্বারা ভূষিত করুন। আমিন।

এই উপলক্ষে আমি আপনাদের মনোযোগ হযরত মসীহ মওউদ আলাইহিস-সালামের আবির্ভাবের উদ্দেশ্যের প্রতি আকর্ষণ করিতে চাই।

হযরত মসীহ মওউদ আলাইহিস্-সালাম তাঁহার 'আল-ওসিয়ত' পুস্তকে বলিয়াছেন ঃ

"খোদাতায়ালা চাহেন. পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত সকল সাধু প্রকৃতি-বিশিষ্ট ব্যক্তিকে, তাঁহারা ইউরোপেই বাস করুন বা এশিয়াতেই বাস করুন, যেন তৌহিদের প্রতি আকৃষ্ট করেন ; এবং তাঁহার ভক্তদাসগণকে এক ধর্মে আনয়ন করেন। ইহাই খোদাতায়ালার অভিপ্রেত। ইহারই জন্য আমি পৃথিবীতে প্রেরিত হইয়াছি। সুতরাং তোমরা এই উদ্দেশ্যের অনুসরণ কর, কিন্তু বিনম্র ব্যবহার, নৈতিকতা ও দোওয়ার সহযোগে।"

সুতরাং এই সালানা জলসার উপলক্ষে, যখন বাংলাদেশে বিস্তৃত আহমদীয়া জামাতসমূহ হইতে প্রতিনিধিগণ একস্থলে একত্রিত হইতেছেন, আমি আপনাদের সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই যে, হযরত মসীহ মওউদ আলাইহেস-সালামের ভক্তদাস ও আত্মনিবেদিত অনুসারী-বৃন্দ হিসাবে আপনাদের বিবেচনার বিষয় হইল এই যে আপনারা সকলে আপনাদের আকা ও মৌলা (আঃ)-এর আবির্ভাবের উদ্দেশ্য পূর্ণ করার লক্ষ্যে কি চেষ্টা করিতেছেন ? আপনা-

দের মধ্যে কি প্রত্যেকেই এই উদ্দেশ্য সফলের জন্য অধ্যবসায়, পরিশ্রম ও একাগ্রতার সহিত কর্মতৎপর রহিয়াছেন? আপনাদের মধ্যে কি প্রতেকেই 'সাধু প্রকৃতি-বিশিষ্ট সকল ব্যক্তিকে তৌহীদের দিকে আকৃষ্ট করার এবং এক ধর্মে আনয়নের জন্য' নিজের নেক নমুনা, উত্তম নৈতিকতা এবং দোওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দাওয়াত এবং তবলীগের কর্তব্য পালনে আত্মনিয়োজিত আছেন? আপনাদের মধ্যে কি প্রত্যেকেই সত্যকার অর্থে 'দাওয়াত ইলাল্লাহ্' তথা আল্লাহর দিকে আহ্বানের হক্ আদায় করিয়া দিয়াছেন?

আমার খেলাফতের প্রথম হইতেই আমি জামাতের দৃষ্টি এই দিকে আকৃষ্ট করিতেছি এবং বিভিন্ন সময়ে আমি এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বের প্রতি আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছি। আমি সন্তুষ্ট যে, জামাত কিছু পরিমাণ এদিকে মনোযোগও নিবদ্ধ করিয়াছে এবং জামাতের একটি অংশ 'দাওয়াত ইলাল্লাহ্'-এর পবিত্র কর্তব্য পালনে চেষ্টা-প্রয়াস আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। কিন্তু এখনও সমগ্র জামাতের সকল ব্যক্তি এদিকে মনোনিবেশ করে নাই, এবং আমাদের মধ্যে প্রত্যেকেই নিজের এই জিম্মাদারীটি পূর্ণরূপে অনুধাবন করেন নাই।

সুতরাং এখন আমি আপনাদিগকে ইহাই বলিতে চাই যে এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বটি অনুধাবন করুন, এবং এই পবিত্র কর্তব্যটি প্রতিপালনের উদ্দেশ্যে নিজদিগকে প্রস্তুত করুন। আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য হইল এই যে আমরা যেন নিজেদের প্রভু (আঃ)-এর অনুসরণ ও অনুগমনে পথভ্রান্ত মানব সকলকে এবং পথহারা জাতিসমূহকে খোদা এবং তাঁহার রসুল-পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের দিকে আহ্বান করি এবং কুরআন করীমে উল্লেখিত পবিত্র হেদায়েত ও নির্দেশাবলীর দিকে পথপ্রদর্শন করি। আর ইহা তখনই সম্ভবপর, যখন আমরা নিজেরা আমাদের প্রভু (আঃ)-কে প্রদত্ত নূর ও জ্যোতি হইতে ফয়েজ ও কল্যাণ আহরণ করিয়া নিজেদের আত্মাকে আলোকিত করি, এবং ইমাম আখেরুজ্জামান (আলাইহিস সালাম)-এর আনীত শিক্ষা সমূহ পালন করিয়া আমরা স্বয়ং নিজদিগকে খোদাতায়ালার দর্পন স্বরূপ করিয়া তুলি। তখনই আমরা দুনিয়াকে সেই সরল, সত্য ও সচ্ছ পথ দেখাইতে সমর্থ হইব, যাহা কিনা খোদাতায়ালার সন্তোষ ও তাঁহার নৈকট্যের পথ। আর তখনই আমরা সত্যিকার অর্থে খোদাতায়ালার দিকে আহ্বানকারী বলিয়া নিরূপিত হইব।

সুতরাং এই জলসা উপলক্ষে আমার পয়গাম এই যে, আপনারা সৌভাগ্যশালী, কেননা আপনারা সেই যুগকে লাভ করিয়াছেন, যাহার অপেক্ষা করিতে করিতে অগণিত মানব বংশধর গত হইয়া গিয়াছে এবং অসংখ্য আত্মা ইহার আগ্রহ পোষণ করিয়াই বিদায় গ্রহণ করিয়াছে। আপনারা সেই সময়কে পাইয়াছেন। এখন ইহার কদর করুন এবং এই মহা সৌভাগ্যের জন্য খোদাতায়ালার হুজুরে কৃতজ্ঞ হউন এবং নিজেদের কর্মের দ্বারা নিজদিগকে এই ঐশী-কৃপা ও এহ্সানের যোগ্য বলিয়া প্রতিপন্ন করুন এবং এক বিশেষ কল্যাণময় ও পবিত্র পরিবর্তন নিজেদের মধ্যে সৃষ্টি করুন। প্রত্যেক প্রকারের নফ্সানিয়ত (আত্ম কলুশ) এবং প্রত্যেক ধরনের পার্থিব লিপ্সা ও সংসারাসক্তি হইতে নিজেদের অন্তঃকরণকে পবিত্র করিয়া এবং অযথা

হিংসা-বিদ্বেষ, কার্পণ্য ও সংকীর্ণতা হইতে নিবৃত্ত থাকিয়া এরূপ তাকওয়ার পথে পরিচালিত হউন যেন সেই রহীম ও করীম খোদা সন্তুষ্ট হইয়া যান। মানবজাতির মঙ্গল ও কল্যাণের এক জোশ ও উদ্দীপনা নিজেদের মধ্যে সৃষ্টি করুন, এবং এরূপ সহানুভূতিশীল হউন, যেন গরীবদের আশ্রয়স্থল এবং এতীমদের জন্য পিতৃতুল্য হইয়া যান, এবং খোদা ও তাঁহার রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের পথে প্রতিটি কুরবানীর জন্য সদা সর্বক্ষণ প্রস্তুত থাকুন এবং এক আত্মহারা প্রেমিক ও আশিকের ন্যায় তাহাদের উদ্দেশ্যে আত্ম-বিসর্জনে স্বতঃপ্রবৃত্ত থাকুন। আপনারা যখন নিজেদের মধ্যে এরূপ পরিবর্তন আনয়নে সমর্থ হইবেন, তখনই আপনারা যথার্থ ও সত্যিকার অর্থে 'দায়ী ইলাল্লাহ' হিসাবে আখ্যাত হওয়ার হকদার বলিয়া সাব্যস্ত হইবেন, এবং আপনাদের রশনা ও কথায় বরকত দান করা হইবে, এবং মানবহৃদয় তখন আপনাদের প্রতি আকৃষ্ট ও মনোযোগী হইবে এবং তাহারা আপনাদের কথা শ্রবণ করার ও গ্রহণ করার জন্য স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া পড়িবে।

আমি আশা করি যে আপনারা নিজেদের এই গুরু দায়িত্বের দিকে মনোযোগ নিবদ্ধ করিবেন এবং ইহা প্রতিপালন ও সুসম্পাদনের জন্য শীঘ্র প্রচেষ্টা শুরু করিবেন এবং এই জলসা চলা কালীন সময়েই, যখন কি-না সকল জামাতের প্রতিনিধিগণ আসিয়াছেন, নিজেদের দেশের অবস্থা ও পরিস্থিতি নিরীক্ষণ করিয়া সত্যের প্রচার ও তবলিগের এক বিস্তারিত ও সাধ্যসম্মত এবং আমল যোগ্য পরিকল্পনা প্রস্তুত করিয়া তদনুযায়ী কর্মতৎপর হইয়া পড়িবেন।

বার বার জামাতকে যেমন আমি জানাইয়া আসিতেছি যে, এই জামানা হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর দাওয়াত বরণীয় হওয়ার যুগ, মানুষের হৃদয় সত্যকে কবুল করার জন্য প্রস্তুত হইয়া আছে, এবং সেই দিন দূরে নয়, যখন দলে দলে মানুষ জামাতে দাখিল হইবে। প্রয়োজন শুধু এটুকুরই যে, আমরা যেন আমাদের দায়িত্বগুলি অনুধাবন করি এবং এই গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্যটির দিকে মনোযোগ নিবদ্ধ করি এবং যথার্থ ও সত্যিকার অর্থে দায়ী ইলাল্লাহ্‌য় পরিণত হইয়া বাংলাদেশের প্রতিটি শহরে ও বন্দরে এবং প্রতিটি পল্লী ও গ্রামে হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর পয়গাম পৌঁছাইয়া দেই।

খোদাতায়ালা আপনাদের সাথী ও সহায়ক হউন এবং আপনাদের অন্তরে সত্যের দাওয়াত ও আহ্বানের জন্য সেই জোশ ও উদ্দীপনা এবং সেই জযবা ও প্রেরণা সৃষ্টি করিয়া দিন, যাহা আমার হৃদয়ে উদ্বেল ও উচ্ছল। খোদাতায়ালা আপনাদিগকে এই মহান অভিযানে অংশ-গ্রহণের সৌভাগ্যে ভূষিত করুন। আমীন। ওয়াস্-সালাম— খাকছার—

মির্যা তাহের আহমদ

তাং ২৭-২-৮৪ খলিফাতুল মসীহ রাবে

[বাংলায় অনুবাদ : মৌঃ আহমদ সাদেক মাহ্‌মুদ, সদর মুরুব্বী]

মুসলমানদের নৈতিক অবক্ষয় ও উহার প্রতিকার

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

মুসলমানগণ বহুদিন যাবৎ মুজাদ্দিদ ও আউলিয়া বলিয়া পরিচিত এই মনিষীদের মাধ্যমে নিজেদের ঐতিহ্য টিকাইয়া আসিতেছিলেন। হযরত আব্দুল কাদের জিলানী (রাঃ), হযরত ইমাম গাজজালি (রাঃ), হযরত খাজা মঈনউদ্দিন চিশতী (রাঃ), হযরত সৈয়দ আহমদ সারহিন্দী (রাঃ), হযরত শাহ উলিউল্লাহ দেহলবী (রাঃ) এবং আরও অনেকে এই মনিষীদের অন্যতম।

কিন্তু বিগত কয়েক শতাব্দীর ভিতর মুসলিম রাষ্ট্র-কাঠামো খণ্ড খণ্ড হইয়া যাওয়ার ফলে এবং কোন কোন মুসলিম রাষ্ট্র বিধর্মীদের কবলিত হওয়ার কারণে তাহারা একে অপর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়েন। যার জন্য ইসলামিক তাহজিব ও তমুদ্দুন সমুন্নত রাখিতে নিজ নিজ দেশের আলেম বলিয়া পরিচিত মৌলবী-মৌলানা বা পীর সাহেবদের উপর নির্ভর করিতে হয়। মুসলমানগণ এই সমস্ত আলেম সাহেবদের উপর অত্যাধিক নির্ভরশীল হওয়ার কারণে সমাজে তাহাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। ফলে এই সকল আলেমগণ যে সমস্ত ধর্মীয় ফয়সালা দিতে থাকেন উহাই ইসলামের মুল শিক্ষা বলিয়া মুসলমানদের ভিতর বদ্ধমুল ধারণার সৃষ্টি হয়, যার ফলে বিগত কয়েক শতাব্দীতে মুসলিম জাতিকে সংগবদ্ধ করিয়া সঠিক ভাবে পরিচালিত করায় মোজাদ্দেদ সাহেবদের সকল প্রচেষ্টা বিশেষ ভাবে বিঘ্নত হয়। কুরআনের নির্দেশ অমান্য করিয়া যুগ-ইমামের আনুগত্য না করার কারণেই আজ মুসলমানদের ঐক্য-সংহতি বিনষ্ট। তাদের চিনিবার প্রচেষ্টা না করিয়া অনেকেই যুগ-ইমামের আগমনের কথাই অস্বীকার করিতেছেন। তাহারা মনে করেন মুসলমানদের পরিচালনার জন্য যখন আলেমগণই আছেন তখন আবার অন্য ব্যক্তির প্রয়োজন কি ? আজ আলেমে আলেমে মত বিরোধ, কুরআনের বিভিন্ন তফসীরের ভিতর অসামঞ্জস্যতা--এর ফয়সালা কে দিবে ?ইহা তাঁহারা চিন্তা করিয়া দেখেন না। বিভিন্ন মত বিরোধের ফয়সালা ও কুরআনের প্রকৃত ব্যাখ্যা দানের জন্যই মোজাদ্দেদ বা যুগ-ইমামের আবির্ভাব। এই জন্যই তাহারা হাকামান আদালান বা ন্যায়-বিচারক মিমাংসাকারী। যদি আলেম সাহেবানরাই কুরআন-হাদিসের ফয়সালার জন্য যথেষ্ট হইতেন তবে হুজুর পাক (সাঃ) প্রতি শতাব্দীর শিরোভাগে আল্লাহর কোন বিশিষ্ট বান্দা মুজাদ্দি হিসাবে আবির্ভাবের কথা বলিতেন না। আর আলেম বা পীর সাহেবান ওয়াজ নছিহতের মাধ্যমে চেষ্টা করা সত্বেও সমাজের নৈতিক অবক্ষয় ও ইসলামিক মুল্যবোধের অভাব বৃদ্ধি পাইত না।

প্রিয় পাঠক, আসুন এখন আলেম সাহেবদের ব্যার্থতা ও অপারগতার করুণ ইতিহাস আলোচনা করা যাক। ইহার মাধ্যমে আপনি উপলব্ধি করিতে পারিবেন, শতাব্দীর ইমামকে না চিনিতে পারিলে মুসলমানদের সঠিক পথ পাওয়া সম্ভব কি না।

হুজুর পাক (সাঃ) এর জীবনী ও প্রাথমিক যুগের মুসলমানদের উন্নতির মুল কারণ পর্য্যালোচনার মাধ্যমে আমরা জানিতে পারিব যে আল্লাহ্ প্রত্যাদিষ্ট ইমাম বা নেতার আদর্শ-

বাদিতা, জ্ঞান, প্রজ্ঞা, সত্যতা, বিচক্ষণতা, নিস্বার্থতা, ন্যায় পরায়ণতা, সহণশীলতা এক কথায় তাঁহার চারিত্রিক পবিত্রতার উপরই নির্ভর করে অনুবর্ত্তিদের মাঝে তাঁহার ইসলাহের স্বার্থকতা বা কার্যকারিতা। হুজুর পাক (সাঃ)-এর পবিত্র সুন্নাহর মাধ্যমে আমরা জানিতে পারি যে কুরআনের শিক্ষার পূর্ণ প্রতিফলন বা আমলই একজনকে এই চারিত্রিক পবিত্রতা দান করিতে পারে। কুরআনের জ্ঞান ও তার আমলই একজনকে আলেম বা জ্ঞানী করে। যেমন, হাদিস শরীফে আসিয়াছে, "আলেম সেই ব্যক্তি যে এলেম অনুযায়ী আমল করে।" আজ সেই এলেমই বা কোথায়, আর সেই আমলই বা কোথার যার আলোকচ্ছটায় সল্পকালে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল উদ্ভাসিত হইয়াছিল। আলেম পূর্বেও ছিলেন, এখনও আছেন। পূর্বের উলামায়ে কেরামের কথায় যেন চুম্বকের স্পর্শ ছিল। কিন্তু আজ আলেম সাহেবদের এত ওয়াজ-নছিহত সত্বেও মুসলিম সমাজে সেই শিক্ষা কোথায় একদা মুসলমানদেরকে চারিত্রিক দৃঢ়তা দান করিয়া জগতে স্মরণীয় বরণীয় করিয়াছিল? বর্তমান মুসলমানদের নৈতিক ও সামাজিক অবস্থার প্রতি দৃষ্টি দিলে দেখা যায় ইহা ক্রমেই নিম্নমুখী হইতেছে। তাহারা যেমন ইসলামের মুল শিক্ষা হইতে দুরে চলিয়া যাইতেছেন তেমনি তাহাদের সন্তান-সন্ততিরও বিধর্মী আকিদা ও স্বভাব-চরিত্র বিশিষ্ট হইয়া পড়িতেছেন। উলঙ্গ সভ্যতা, উচ্ছৃঙ্খলতা ও হিংস্রতা উত্তোরোত্তর বৃদ্ধিই পাইতেছে। মদ, ব্যাভিচার, দুর্নীতি সমাজকে কলুসিত করিতেছে। ছল-চাতুরী দ্বারা নিজেদের সম্পদশালী করার প্রবণতা প্রকট আকার ধারণ করিয়াছে। সমাজের এই ভয়াবহ চিত্র আইয়ামে জাহেলিয়তের যুগের স্মরণ করাইয়া দেয়। মুসলমানদের ভিতর ইসলামিক মুল্যবোধের অভাব ও নৈতিক অবক্ষয় যে ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পাইয়াছে নির্দ্বিধায় সকলে স্বীকার করিতেছেন। ইদানীং এক প্রখ্যাত আলেম ঢাকায় এক সিরাতুন্নবীর জলসায় মুসলমানদের সামাজিক অবক্ষয়ের কথা বর্ণনা করিতে যাইয়া বলিয়াছেন, "সারা দুনিয়ায় ৯০০ কোটি মুসলমান থাকা সত্বেও মুনাফেকের কারণে তাহারা আল্লাহর রহমতের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে।" কিন্তু কেন এই দস্য দশা? ইসলাম আল্লাহ মনোনিত ধর্ম, মুসলমানগণ খায়রুল উম্মত, মুসলমানদের হেদায়েতের জন্য আলেম, পীর, ফকির, মুফতি সবাই মজুদ। তবুও কেন তাহাদের ভিতর এমন একটি গ্লানি, যার জন্য তাহারা আল্লাহর রহমত হইতে বঞ্চিত? ইহার কারণ কি এই নয় যে যাহারা মুসলমানদের নেতৃত্ব দেন, যাহাদের পরিচালনায় মুসলমানগণ ইসলামিক জীবন ব্যবস্থার দ্বারা পরিচালিত হন, তাহাদের ভিতর সেই আকর্ষণীয় শক্তি বা আদর্শের অভাব, যা একজন নেতার চারিত্রিক বৈশিষ্ট হইয়া থাকে? একজন নেতার ইসলাহকার্য্যে আকর্ষণীয় শক্তি সৃষ্টির জন্য যে সমস্ত বৈশিষ্ট্য কাজ করে, পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে উহার উপর আলোকপাত করা যাক। পাঠকগণ সহজেই উহাতে অনুধাবন করিতে পারিবেন, মুসলমাগণ ধর্মীয় অনুশাসনের জন্য যাহাদের উপর নির্ভরশীল কেন তাহাদের সামাজিক অবক্ষয় রোধের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইতেছে। যোগ্য নেতৃত্ব গঠনের জন্য পবিত্র কুরআনে যে সমস্ত বৈশিষ্টের বর্ণনা আছে তন্মধ্যে ৪টি মুল বৈশিষ্ট সম্পর্কে আলোচনা করা হইল। উহাই বর্তমান ধর্মীয় নেতাদের ব্যর্থতার মুখোশ উন্মোচনে যথেষ্ট হইবে বলিয়া আশা করি।

১। আল্লাহপাক বলেন, "ইয়া আইয়ুহাল্লাজিনা আমানু, লেমা তাকুলুনা মালা তাফআলুন, কাবুরা মাকতান এনদাল্লাহে আন তাকূলু মালা তাফআলুন।" অর্থাৎ হে ঈমনদারগণ, তোমরা যাহা করনা, তাহা (অন্যকে করিতে) কেন বল? আল্লাহর নিকট ইহা সবচাইতে ঘৃণ্য যে তোমরা নিজেরা যাহা পালন করনা তাহা অপরকে করিতে বল।" (সুরা সাফ, ২-৩)

নেতৃত্বের প্রধান বৈশিষ্ট হইল কথা ও কার্য্যের ভিতর সামঞ্জস্য বিধান। নেতার কথার সহিত যদি কার্য্যের কোন মিল না থাকে তবে মানুষের ভিতর তাহার কোন প্রভাব পড়ে না। রছুলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর জীবন হইতেও আমরা এই শিক্ষাই পাইয়া থাকি। তিনি ছিলেন "উসওয়াতুন হাসানাহ্" বা উৎকৃষ্টতম আদর্শ। তিনি কি ভাবে মানুষকে ইসলাহ বা সংস্কার করিয়াছিলেন তাহার অনুকরণ ও অনুসরণের মাধ্যমেই একজন ধর্মীয় নেতা সাফল্য অর্জন করিতে পারেন। হুজুর পাক (সাঃ) এর জীবনী পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় তিনি কখনও কাহাকেও এমন কোন উপদেশ দেন নাই যাহা তাঁহার নিজের ভিতর ছিল না। একটি বালকের মিষ্টি খাওয়া বন্ধের ঘটনা ইহার এক অত্যুজ্জল উদাহরণ। যেহেতু তিনি নিজে মিষ্টি খাইতেন, সুতরাং প্রথম দিন কোন উপদেশ না দিয়া ৭দিন নিজে মিষ্টি না খাওয়ার পর ছেলেটিকে মিষ্টি না খাওয়ার উপদেশ দেন। কাজেই কাহাকেও কোন উপদেশ দিতে হইলে নিজেদের ভিতর যেন সেই ত্রুটি না থাকে সে দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। অন্যথায় সেই উপদেশ কার্য্যকরী হইবে না। একজন ধর্মীয় নেতার সফলতায় ইহা একটি বিশেষ ভূমিকা পালন করিয়া থাকে। পূর্বের আউলিয়ায়ে কেরামদের ইসলাহ-কার্য এই কারণেই সাফল্য অর্জন করিয়াছিল। আর বর্তমান ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের ইসলাহ কার্য্যের ব্যর্থতাই প্রমাণ করিতেছে যে তাহাদের ভিতর এই বৈশিষ্টের অভাব আছে। যাঁহারা এই সব ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের সহিত ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ রাখেন, তাঁহারা ইহার প্রত্যক্ষ সাক্ষী।

২। একমাত্র খোদা-ভীতিই মানুষকে নৈতিক অবক্ষয় হইতে রক্ষা করিতে পারে, এবং পবিত্র কোরআনের জ্ঞানই মানুষের ভিতর এই খোদা-ভীতি সৃষ্টি করিতে পারে। আল্লাহ পাক কোরআন করিমে এরশাদ করিয়াছেন, "ইন্নামা ইয়াখশাল-লাহা মেন এবাদিহিল উলামাউ"—"নিশ্চয় আল্লাহকে ভয় করে তাঁর বান্দাদের ভিতর একমাত্র জ্ঞানী ব্যক্তিগণই" (কাতেব-২৮)। অতএব কোরআন সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞানার্জন একজন ধর্মীয় নেতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কুরআন করীমের জ্ঞান-সাধনার মাধ্যমেই খোদাভীতি লাভ হয় এবং খোদাভীতি থাকিলেই প্রকৃত জ্ঞানী বা আলেম হওয়া যায় এবং যে কোন শিক্ষাই হোক না কেন কঠোর সাধনা ব্যতীত উহা অর্জিত হয় না। ইহা সর্বজন বিদিত, যে ভাষা বা সহিত্য যত উচ্চাংগের হইবে তাহা ততো অলংকারযুক্ত ও তাৎপর্য্যপুর্ণ হইয়া থাকে। আর যিনি যত অধিক জ্ঞানী তার সাহিত্যের ভাব এবং ভাষাও ততো অধিক উচ্চাংগের ও অলংকারপূর্ণ হয়। আল্লাহ পাক সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী। সে কারণে তাঁহার কালামের ভাব এবং ভাষাও অতি উচ্চস্তরের। পবিত্রতা, গভীর প্রজ্ঞা ও কঠোর সাধনা ব্যতীত ইহার সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞান লাভ সম্ভব নয়। কিন্তু বর্তমানে যে সব তালেবে এলেম আলেম, ফাজেল বা কামেল হইয়া বাহির হইতেছেন, তাহারা কি প্রকৃতই পবিত্রতা ও সাধনার মাধ্যমে

জ্ঞান ও আল্লাহর সত্যিকার ভয়-ভীতি লাভ করিয়া আলেম হইতেছেন, না "অন্য ভাবে" আলেম খেতাব লাভ করিতেছেন—ইহা কাহারও অবিদিত নয়। পবিত্রতা ও সাধনা ব্যতীত "অন্যভাবে" খেতাবধারী আলেম হওয়া যায়, প্রকৃত জ্ঞানী হওয়া যায় না। কারণ কষ্টার্জ্জিত জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান যাহা দীর্ঘ স্থায়ী হয় এবং জাতির জন্য সুফলদায়ীও বটে। সাধনা ব্যতীত জ্ঞান কোন জ্ঞানই নয়। সেজন্যই এরূপ খেতাবধারীরদের ভিতর খোদভীতি সৃষ্টি হয় নাই। অতএব মানুষের ভিতর তাহারা কিরূপে খোদাভীতি বা তাকওয়ার সৃষ্টি করিবে যাহাদের নিজেদের ভিতরই উহার অভাব থাকে? তাহারা কি ভাবে সমাজকে পবিত্র করিবে? সমাজের নৈতিক অবক্ষয়ের মুলকারণ কোথায়? এখন পঠকগণ চিন্তা করুন। স্রোতস্বীনী নদীতে বালি জমিয়া যেমন নদীর স্বচ্ছ স্রোতধারাকে স্তব্ধ করিয়া দেয় তদ্রূপ ধর্মীয় জগতেও এই খেতাবধারী আলেমদের অজ্ঞতারূপ বালিরাশি ইসলামিক জ্ঞানের ফল্গু-ধারারোধের কারণেই সমাজের এই নৈতিক অবক্ষয়ের সৃষ্টি হইয়াছে কিনা ইহা বিচার্য্য। যাহারা "অন্য প্রকার" ব্যবস্থাকে সহয়িতা করিয়া তালেবে এলেমদের খেতাবধারী আলেম বানাইবার চেষ্টায় রত, তাহারা যে সমাজের কতখানি ক্ষতি করিতেছেন চিন্তা করিয়া দেখিবেন কি? যেসমস্ত মুসলমান এইরূপ খেতাবধারী আলেমদের ও পীর-ফকীরদের উপর নির্ভর করিয়া পুলছেরাত পার হইতে চান, তাহারা তাহা পারিবেন কিনা বিবেচনা করুন।

৩। আল্লাহতায়ালা কোরআন শরীফে মুসলমানদিগকে শ্রেষ্ঠ উম্মত বলিয়া সম্বোধন করিয়া তাহাদিগকে সৎকার্য্যের উপদেশ ও অসৎ কার্য্য হইতে বিরত রাখার নির্দেশ দিয়াছেন। স্বার্থের বিনিময়ে এরূপ কার্য্যে কোন ফলোদয় হয় না। নিঃস্বার্থ ভাবে এলেম দান করা ধর্মীয় নেতার অন্যতম বৈশিষ্ট। তাই খোদার কালাম সম্বন্ধে যাহারা জ্ঞান রাখেন তাহাদের সম্পর্কে কোরআন পাকে এরশাদ হইয়াছে "ইন্নাল্লাজিনা ইয়াকতুমুনা মা আনজালা মেনাল কেতাবে ওয়া ইয়াশতারুনা বিহি সামানান কালিলান, উলায়েকা মা ইয়াকুলুনা ফি বোতুনেহিম ইল্লান্নারা ওয়ালা ইউকাল্লেমুহোম ইওমাল কিয়ামাতে ওয়ালা ইয়োজাক্কি হিম, ওয়ালাহোম আজাবোন আজিম"—"নিশ্চয়ই যাহারা আল্লাহ যে কিতাব নাযেল করিয়াছেন তাহার কিছুটাও গোপন করে বা তার বিনিময়ে সামান্য মূল্যও গ্রহণ করে তাহারা নিজেদের পেটে আগুন ব্যতীত আর কিছুই প্রবেশ করায় না। আল্লাহ পাক কিয়ামতের দিন তাহাদের সহিত কোন বাক্যালাপ করিবেন না এবং তাহাদিগকে পবিত্রও সাব্যস্ত করিবেন না; তাহাদের জন্য রহিয়াছে কঠোর আজাব" (বাকারা—১৭৫)। এখানে আল্লাহ পাক কোরআন করিমের কোন শিক্ষা জানিলে তাহা বিনা পারিশ্রমিকে নিঃস্বার্থ ভাবে মানুষকে জানাইবার নির্দেশ দিয়াছেন। যদি কেহ ইহা না জানায় বা জানাইবার পরিবর্তে সামান্য মূল্যও গ্রহণ করে তবে উহা আগুন খাওয়ার সমতুল্য বলিয়া সতর্ক করিয়া দিয়াছেন। এখানে ইহা বলা হইয়াছে যে যাহারা স্বার্থের বিনিময়ে কোরআন পাকের শিক্ষা দিয়া থাকেন তাহারা পবিত্র নহে এবং তাহাদের জন্য

রহিয়াছে কঠোর শাস্তি। পরবর্তী আয়াতে (১৭৫) আরও বলা হইয়াছে যে এই সমস্ত ব্যক্তি হেদায়েতের পরিবর্তে গোমরাহী অর্জন করে বা তাহারা গোমরাহিতে নিপতিত। নিঃস্বার্থ ভাবে এলেম দান করাই আল্লাহতায়ালার বিধান। ইহার বিপরিত কাজ গোমরাহী। আল্লাহ পাক "ইন্না" শব্দ দ্বারা ইহার প্রতি নিশ্চয়তা ও গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। এই আয়াতের মর্ম এত স্পষ্ট যে উহার দ্ব্যর্থ বোধক অর্থ করার কোন সুযোগ নাই। কিন্তু বর্তমান আলেম বা পীর-ফকীর বলিয়া পরিচিত ধর্মীয় নেতারা কি করিতেছেন তাহা চিন্তা করুন। সাহাবায়ে কেরাম, তাবেইন, তাবা তাবেইন বা তৎপরবর্ত্তিকালে আউলিয়া বলিয়া পরিচিত মহাপুরুষগণ মানুষের ইসলাহের জন্য ত্যাগ-তিতিক্ষার পরিচয় দিয়া জগতে সফলতা অর্জন করিয়াছিলেন,। সেই ত্যাগ, সেই তিতিক্ষা আজ কোথায়? কোন ধর্মীয় জলসায় বা মিলাদ মহফিলে ওয়াজ-নসিহতের জন্য আলেম সাহেবানদের আহ্বান করিলে বিনা পারিশ্রমিকে যে তাহাদের পাওয়া যায় না ইহা কি কেহ অস্বীকার করিতে পারেন? আল্লাহতায়ালার নির্দেশ অমান্যের ফলে যাহারা নিজেরাই গোমরাহ তাহারা অন্যের গোমরাহী কি করিয়া রোধ করিবে? সমাজের নৈতিক অবক্ষয় রোধ করা কেন সম্ভব হচ্ছে না বিজ্ঞ পাঠকগণ ইহা গভীরভাবে অনুধাবন করার চেষ্টা ককন।

(ক্রমশঃ)

খন্দকার আজমল হক

আল্লাহ কি বান্দার জন্য যথেষ্ট নয়?

—হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)

আর্নিকা কেশতৈল

হোমিওপ্যাথির এক অনন্য অবদান

সম্পুর্ণ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রস্তুত।

Love For All Hatred For None

—হযরত খলিফাতুল মসিহ সালেস (রাঃ)

"আর্ণিকা কেশ তৈল" নিয়মিত ব্যবহারে চুলের অকাল পক্কতা দূর করে এবং চুল পড়া বন্ধ করে। মরামাস হয় না। মস্তিষ্ক শীতল ও সুনিদ্রার জন্য "আর্ণিকা কেশ তৈল" ঘরে ঘরে প্রশংসিত। আপনি আজই "আর্ণিকা কেশ তৈল" ব্যবহার করে এর উপকারিতা পরীক্ষা করুন।

প্রস্তুত কারক ঃ—এইচ, পি, বি, ল্যাবর্‍্যাটরীজ

পরিবেশক ঃ—হোমিও প্রচার ভবন,
বিশুদ্ধ হোমিওপ্যাথিক বাইওকেমিক ঔষধ বিক্রেতা

১, আবদুল গণি রোড,
জি, পি, ও, বক্স নং ৯০৯, ঢাকা ২ **ফোন ঃ ২৫৯০২৪**

সংবাদ

বাংলাদেশ জামাত আহমদীয়ার
৬১তম সালানা জলসা উদ্‌যাপিত

আল্লাহতায়ালার অশেষ ফজল ও করমে বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ৬১তম সালানা জলসা ৪নং বক্সী বাজার রোডস্থ দারুত তবলীগ ও মসজিদ প্রাঙ্গণে শান্তিপূর্ণ পবিত্র পরিবেশে ৯, ১০ ও ১১ই মার্চ ১৯৮৪ইং রোজ শুক্র, শনি ও রবিবার অভূতপূর্ব সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ।

দেশের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে দুই সহস্রাধিক আহমদী জলসায় যোগদান করেন। উল্লেখযোগ্য যে, এবারও স্থানাভাবে মহিলাদের জন্য থাকার ব্যবস্থা না থাকায় ঢাকার বাহিরের জামাতগুলি হইতে মহিলারা জলসায় যোগদান করিতে পারেন নাই, শুধু স্থানীয় মহিলারা প্রতিদিন জলসার বিকালের অধিবেশনগুলিতে যোগদান করেন।

৩ দিনব্যাপী জলসায় ৫টি মূল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় এবং ১০ ও ১১ই মার্চ উভয় তারিখে সকাল ৮ ঘটিকা হইতে ৯-৩০ মিঃ পর্যন্ত যথাক্রমে বাংলাদেশ মজলিসে আনসারুল্লাহ এবং বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার বিশেষ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়, যেগুলিতে মরকজ (রাবওয়া) হইতে আগত বুজুর্গানের মধ্যে নাজের ইসলাহ ও-ইরশাদ মোহতারম মৌলানা সুলতান মাহমুদ আনওয়ার সাহেব ও নাজের উমুর আম্মা মোহতারম মৌলনা মোহাম্মদ শফী আশরাফ সাহেব আনসারুল্লাহ ও খোদ্দামের উদ্দেশ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দান করেন।

৯ই মার্চ শুক্রবার জুম্মার নামাজ পড়ান মরকজ হইতে আগত ওফ্‌দের প্রধান মোহতারম মির্যা আবদুল হক সাহেব (পাঞ্জাব জামাত আহমদীয়ার আমীর)। তিনি নামাযের পূর্বে প্রদত্ত জুময়ার খোৎবায় নিজেদের মধ্যে তাকওয়া সৃষ্টির এবং আল্লাহর সহিত জীবন্ত সম্পর্ক লাভের উদ্দেশ্যে পবিত্র কুরআন শিক্ষা এবং হাদিস শরীফ ও হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর গ্রন্থাবলী বিশেষভাবে পাঠ করার এবং নামায বাজামাত ও 'দাওয়াত ইলাল্লাহর' কাজে আত্মনিয়োগের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন।

তারপর ২-৩০ মিঃ হইতে ৬-০০ ঘটিকা পর্যন্ত জলসার উদ্বোধনী অধিবেশন বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার আমীর মোহতারম মৌঃ মোহাম্মদ সাহেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সর্বপ্রথম পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন হাফেজ আবুল খায়ের সাহেব। তারপর মোহতারম আমীর সাহেব এক সারগর্ভ উদ্বোধনী ভাষণ দান করেন। তিনি আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠার এবং সালানা জলসার পবিত্র উদ্দেশ্য ও কর্তব্য সম্বন্ধে বিশদরূপে আলোকপাত করেন। অতঃপর ৬১তম সালানা জলসা উপলক্ষে বাংলাদেশ জামাত আহমদীয়ার উদ্দেশ্যে প্রেরিত সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে (আইঃ) এর পবিত্র পয়গাম পাঠ

করিয়া শোনান মরকজ হইতে আগত ওফ্‌দের প্রধান মোহতারম মির্যা আবদুল হক সাহেব। তার পরে পরেই উহার বঙ্গানুবাদ পাঠ করিয়া শোনান জলসা কমিটির চেয়ারম্যান জনাব ভিজির আলী সাহেব। উল্লেখযোগ্য যে, উক্ত পয়গামের অনুদিত ও মুদ্রিত কপি ইতিমধ্যে খোদ্দামগণ উপস্থিত শ্রোতামণ্ডলীর মধ্যে বিতরণ করিয়া দেন।

এই পবিত্র পয়গামের উক্ত বঙ্গানুবাদ অত্র সংখ্যার ৭, ৮ ও ৯ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইয়াছে। উহাতে হুজুর (আইঃ) হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর আগমন উদ্দেশ্য পূর্ণ করার নিমিত্ব ইমাম আখেরুজ্জামান (আঃ)-এর আনীত শিক্ষাসমূহ পালন করিয়া নিজদিগকে তাঁহার প্রদত্ত আলোকে আলোকিত করিয়া ও তাঁহার আদর্শ অনুসরণে পথভ্রান্ত মানব সকলকে খোদা ও তাঁহার রসুল পাক (সাল্লাল্লাহুঃ)-এর দিকে আহ্বান করিতে এবং কুরআন করীমে লিপিবদ্ধ পবিত্র হেদায়ত ও নির্দেশাবলীর দিকে পথপ্রদর্শন করিতে সকলকে উদ্বুদ্ধ করিয়া বিশেষ আহ্বান জানাইযাছেন। ইহার জন্য হুজুর (আঃ) তাঁহার পবিত্র পয়গামে বাংলাদেশের প্রতিটি আহমদীকে প্রত্যেক প্রকারের নফসানিয়ত, পার্থিব লিপ্‌সা ও সংসারাসিক্তি হইতে নিজেদের অন্তঃকরণকে মুক্ত ও পবিত্র করিয়া এবং অযথা হিংসা-বিদ্বেষ, কার্পণ্য ও সংকীর্ণতা হইতে নিবৃত্ত থাকিয়া এরূপ তাকওয়ার পথে পরিচালিত হওয়ার জন্য উপদেশ দান করেন, যাহাতে আমাদের রহীম ও করীম খোদা সন্তুষ্ট হইয়া যান। সর্বশেষে হুজুর বলেন, খোদাতায়ালা আপনাদের সাথী ও সহায় হউন এবং আপনাদের অন্তরে সত্যের দাওয়াত ও আহ্বানের জন্য সেই জোশ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করিয়া দিন, যাহা আমার হৃদয়ে উদ্বেল ও উচ্ছল।" অতঃপর ইজতিমায়ী দোওয়া অনুষ্ঠিত হয় যাহা পরিচালনা করেন সভাপতি মোহতারম আমীর সাহেব।

অতঃপর "কালামুল্লাহ্‌র শ্রেষ্ঠ মর্যাদা, যুদ্ধ ও শান্তিতে নবী করীম (সাঃ)-এর আদর্শ এবং হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর সত্যতা ও অবদান" বিষয়ে জ্ঞানপূর্ণ বক্তৃতা করেন যথাক্রমে সদর মুরুব্বী মৌঃ ফারুক আহমদ সাহেব, অধ্যাপক আমীর হুসেন সাহেব এবং সদর মুরুব্বী মৌঃ আবদুল আজীজ সাদেক সাহেব। অতঃপর এই অধিবেশনের শেষ বক্তৃতা প্রদান করেন মরকজ হইতে আগত নাজের ইসলাহ ও ইরশাদ ও প্রাক্তন মোবাল্লেগ ঘানা মোহতারম মৌলানা সুলতান মাহ্‌মুদ আনওয়ার সাহেব। তাঁহার বিষয়বস্তু ছিল 'দাওয়াত ইলাল্লাহ ও আহমদীয়া জামাতের ইসলাম প্রচারাভিযান'। তিনি আল্লাহর দিকে আহ্বানের গুরুত্ব ও তাৎপর্য এবং বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচারে জামাত আহমদীয়ার অবদান সম্বন্ধে সারগর্ভ ঈমানবর্ধক ও মর্মস্পর্শী বক্তব্য রাখেন এবং সকলকে 'দাওয়াত ইলাল্লাহ'র জন্য আহ্বান জানান। এই অধিবেশনের অনুষ্ঠান ঘোষণায় ছিলেন জনাব এ, টি, এম, হক সাহেব।

দ্বিতীয় অধিবেশন ঃ

জলসার দ্বিতীয় অধিবেশন ১০ই মার্চ রোজ শনিবার সকাল ১০ ঘটিকা হইতে ১২-৩০ পর্যন্ত ঢাকা জামাতের আমীর ও বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার নায়েব আমীর (২য়) জনাব মোঃ খলিলুর রহমান সাহেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। কুরআন করীম তেলাওয়াত

করেন জনাব মতিউর রহমান সাহেব (পটুয়াখালি) এবং নযম পাঠ করেন সদর মুয়াল্লেম জনাব মৌঃ ছলিমুল্লাহ সাহেব। তারপর 'যিকরে হাবিব' বিষয়ে হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) এক সহনশীলতা ও ক্ষমা সম্বন্ধে তাঁহার জীবনের ঘটনাবলীর আলোকে ঈমানবর্ধক বক্তৃতা দান করেন চট্টগ্রাম জামাতের আমীর জনাব গোলাম আহমদ খান সাহেব। অতঃপর 'আহমদীয়া জামাতের বৈশিষ্ট্য বিষয়ে অত্যন্ত জ্ঞানগর্ভ ও হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা দান করেন মরকজ হইতে আগত নাজের উমুরে-আম্মা ও প্রাক্তন মোবাল্লেগ ইণ্ডোনেশিয়া মোহতারম জনাব মৌলানা মোহম্মদ শফী আশরাফ সাহেব। তিনি ইসলামের বিশুদ্ধ আকায়েদ ও জীবন্ত আদর্শ এবং ইসলামের অতুলনীয় সেবা ও প্রচারের ক্ষেত্রে জামাত আহমদীয়ার বৈশিষ্ট্য সমূহ বিশদভাবে তুলিয়া ধরেন এবং ঐ সকল ইসলামী বৈশিষ্ট্যে অন্যান্য সকলের মোকাবেলায় জামাত আহমদীয়ার অপ্রতিদ্বন্দ্বনীয় স্বাতন্ত্র্য ও বিশেষত্ব সপ্রমাণ করেন। অতঃপর অনুষ্ঠানসূচী অনুযায়ী 'মুমেনের বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী' এবং 'মানবাধিকার ও ইসলাম' বিষয়ে যথাক্রমে বাংলাদেশ মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়ার ন্যাশনাল কায়েদ জনাব মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ সাহেব এবং আলহাজ্ব জনাব তাবারক আলী সাহেব জ্ঞানগর্ভ ভাষণ দান করেন। এই অধিবেশনের অনুষ্ঠান ঘোষণায় ছিলেন অধ্যাপক আমীর হুসেন সাহেব (ময়মনসিংহ)।

তৃতীয় অধিবেশন ঃ

জলসার তৃতীয় অধিবেশন ১০ই মার্চ রোজ শনিবার বিকাল ২-৩০ মিঃ হইতে ৬-০০ ঘটিকা পর্যন্ত বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার নায়েব আমীর (১ম) মোহতারম জনাব আলী কাশেম খান চৌধুরী সাহেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। কুরআন পাক তেলাওয়াত করেন মৌঃ আবদুল আজীজ সাদেক সাহেব এবং দুররে সমীন (কালামে হযরত মসীহ মওউদ) হইতে নজম পাঠ করিয়া শোনান জনাব মাজহারুল হক সাহেব। অতঃপর 'ইমাম মাহদী (আঃ)-এর আগমনের লক্ষণাবলী' বিষয়ে বক্তৃতা করে খাকছার (আহমদ সাদেক মাহমুদ, সদর মুরুব্বী)। উক্ত বক্তৃতায় বিশদভাবে এ সত্যটি তুলিয়া ধরা হয় যে, পবিত্র কুরআন ও হাদিসের গুরুত্বপূর্ণ ভবিষ্যদ্বানী ও অগণিত বুজুর্গানে উম্মতের উক্তি ও অভিমত অনুযায়ী আখেরী জামানায় হিঃ চতুর্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভকালে অঙ্গীকৃত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর আগমনের সুনির্দিষ্ট লক্ষণাবলী সামগ্রিকতার সহিত কল্পনাতীত ভাবে প্রকাশিত হইয়া কাদিয়ানে আবির্ভূত ইমাম মাহদী ও মসীহ মওউদ (আঃ)-এর সত্যতাকে সন্দেহাতীতরূপে সপ্রমাণ করিয়াছে। অতঃপর 'মোহাম্মদী নবুওতের চিরস্থায়ী কল্যাণ' বিষয়ে সারগর্ভ ও হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা করেন মোহতারম মৌলানা সুলতান মাহমুদ আনওয়ার সাহেব, নাজের ইসলাহ-ও ইরশাদ (রাবওয়া)। তিনি বলেন, হযরত নবী করীম (সাঃ)-এর শ্রেষ্ঠ মর্যাদার অকাট্য প্রমাণ হিসাবে তাঁহার কল্যাণ প্রবহমানতার ফলশ্রুতিতে এই উম্মতে যেমন অসংখ্য সিদ্দীক, শহীদ, সালেহ ব্যক্তির আগমন ঘটিয়াছে তেমনি তাঁহার অনুবর্তিতায় প্রতিশ্রুত মসীহরূপে এই উম্মতে গয়র তশরীয়ী উম্মতি নবীর আগমনও জরুরী ছিল। হযরত ঈসা (আঃ)-এর পুনরাগমন সংক্রান্ত

সকলের স্বীকৃত আকীদা খাতামান্নবীয়ীনের পর এরূপ নবুওতের স্বীকৃতিই সপ্রমাণ করে এবং বিগত অসংখ্য শীর্ষস্থানীয় বুজুর্গানে উম্মতের মুক্ত কণ্ঠে ঘোষিত অভিমত ও আকীদা অনুযায়ীও এইরূপ নবীর আগমনে খতমে নবুওতের কোন ব্যাঘত ঘটে না বলিয়াই অকাট্য ভাবে প্রমাণিত। অতঃপর অনুষ্ঠানসূচী অনুযায়ী পবিত্র কুরআন ও বিজ্ঞান বিষয়ে সারগর্ভ বক্তৃতা করেন ঢাকা জামাতের আমীর জনাব মোহাম্মদ খলিলুর রহমান সাহেব। অতঃপর কালামে হযরত মুসলেহ মওউদ (রাঃ) হইতে একটি নযম পাঠ করিয়া শোনান জনাব কওসার আহমদ (চট্টগ্রাম)। তারপর 'আল্লাহতায়ালার অস্তিত্ব--মুতাকাল্লিম সিফাতের আলোকে' বিষয়ের উপর বিষদ আলোকপাত করিয়া এক সারগর্ভ ও জ্ঞানতত্বপূর্ণ বক্তৃতা করেন মরকজ হইতে আগত ওফদের প্রধান মোহতারম আলহাজ্ব মির্যা আবদুল হক সাহেব। তিনি আল্লাহতায়ালার সিফাতে 'হাই ও কায়ুমে'র প্রেক্ষিতে সর্বকালে নিরবচ্ছিন্নধারায় বান্দাদের সহিত আল্লাহতায়ালার কালাম করা সপ্রমাণ করেন এবং ইহার বাস্তব প্রমাণ হিসাবে উম্মতের অগণিত বুজুর্গান ও আওলিয়ার সহিত এবং এই জামানায় হযরত মসীহ মওউদ (আঃ)-এর সহিত কালাম করা এবং তাঁহার উপর গয়র তশরীয়ী ওহী ও এলহাম নাজেল হওয়ার বিষয়টি বহু ঐতিহাসিক ঘটনা ও নিদর্শনাবলীর আলোকে সপ্রমাণ করেন। এই অধিবেশনের অনুষ্ঠানসূচী ঘোষণায় ছিলেন জনাব নাজির আহমদ ভূঁইয়া সাহেব।

চতুর্থ অধিবেশন ঃ

জলসার চতুর্থ অধিবেশন ১১ই মার্চ রোজ রবিবার সকাল ১০-০০ ঘটিকা হইতে ১২-৩০ মিঃ পর্যন্ত চট্টগ্রাম জামাত আহমদীয়ার আমীর মোহতারম জনাব গোলাম আহমদ সাহেবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। কুরআন করীম তেলাওয়াত করে এই খাকসার (আহমদ সাদেক মাহমুদ, সদর মুরুব্বী) এবং নযম পাঠ করেন জনাব নুরুল হক সাহেব। তারপর 'ওফাতে হযরত ঈসা (আঃ) এবং ইহার তাৎপর্য ও প্রভাব' বিষয়ে জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা দান করেন অবসরপ্রাপ্ত সদর মুরুব্বী জনাব মৌঃ সৈয়দ এজাজ আহমদ সাহেব। অতঃপর 'সুদপ্রথার অপকারিতা ও ইসলামের মালী নিযাম' এবং বাইবেলে প্রতিশ্রুত মোহাম্মদী মসীহ (আঃ) বিষয়ে যথাক্রমে সারগর্ভ বক্তৃতা করেন বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার সেক্রেটারী তালিফ ও তসনীফ ও রিস্তা-নাতা জনাব নাজির আহমদ ভূঁইয়া সাহেব এবং সেক্রেটারী ইসলাহ্ ও ইরশাদ ও তালিমুল কুরআন জনাব মাজাহারুল হক সাহেব। এই অধিবেশনের শেষ বক্তা ছিলেন মোহতারম মৌলানা মোহাম্মদ শফী আশরাফ সাহেব, নাজের উমুরে-আম্মা (রাবওয়া)। তাঁহার বক্তৃতার বিষয়বস্তু ছিল 'মালী কোরবানীর গুরুত্ব ও আহমদীয়া জামাত'। এই অধিবেশনের অনুষ্ঠান ঘোষণায় ছিলেন জনাব মোঃ হাবীবুল্লাহ সাহেব।

সমাপ্তি অধিবেশন ঃ

জলসার পঞ্চম ও সমাপ্তি অধিবেশন ১১ই মার্চ রোজ রবিবার বিকাল ২-৩০ মিঃ হইতে ৬-০০ ঘটিকা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয় বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার আমীর মোহতারম

জনাব মৌঃ মোহাম্মদ সাহেবের সভাপতিত্বে। কুরআন-পাক তেলাওয়াত করেন জনাব মসীহুর রহমান (চট্টগ্রাম) এবং সৈয়্যদনা হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে (আইঃ)-এর সদ্য রচিত নজম সুললিত কণ্ঠে পাঠ করিয়া শোনান এস, এম, বরকতুল্লাহ (ব্রাহ্মণবাড়ীয়া) তারপর 'ইসলামী পর্দা-ব্যবস্থার গুরুত্ব ও নারীর মর্যাদা' বিষয়ে সারগর্ভ বক্তৃতা করেন বাংলাদেশ মজলিসে আনসারুল্লাহর নাজেমে-আ'লা মোহতারম জনাব ডঃ আবদুস সামাদ খান চৌধুরী সাহেব। 'দাজ্জাল ও ইয়াজুজ মাজুজের ফেৎনা হইতে উদ্ধারের উপায়' বিষয়ে এক জ্ঞানগর্ভ মনমুগ্ধকর ও প্রাণবন্ত বক্তৃতা করেন মোহতারম মৌলানা সুলতান মাহমুদ আনওয়ার সাহেব। অতঃপর জনাব ইব্রা'য়েতুল হাসান একটি বাংলা নজম সুললিত কণ্ঠে পাঠ করিয়া শোনান। তারপর 'বিভিন্ন ধর্মের আলোকে আখেরী জামানায় প্রতিশ্রুত মহামানব' বিষয়ে বিশদভাবে আলোকপাত করিয়া এক হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতা প্রদান করেন আলহাজ্ব আহমদ তৌফিক চৌধুরী সাহেব। তিনি ইসলামসহ অন্যান্য ধর্মের গ্রন্থাবলী হইতে প্রমাণ করেন যে সকল ধর্মের প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ কাদিয়ানে আবির্ভূত হইয়াছেন। অতঃপর 'নিযামে খেলাফতের বরকত ও কল্যাণ' বিষয়ে সারগর্ভ ও মর্মস্পর্শী বক্তৃতা করেন মোহতারম আলহাজ্ব মির্যা আবদুল হক সাহেব। তিনি এক দীর্ঘ যুগ হযরত মসীহ মউওদ (আঃ)-এর চারজন খলিফার সান্নিধ্যে থাকিয়া খেলাফতের বরকত ও কল্যাণের প্রত্যক্ষ দর্শী হিসাবে অভিজ্ঞতা মূলক ও ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর আলোকে খেলাফতের আশিস ও কল্যাণ এবং ইসলামের বিজয়ে উহার অপরিহার্যতা তুলিয়া ধরেন। অতঃপর সমাপ্তি ভাষণ দান করেন বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ন্যাশনাল আমীর মোহতারম জনাব মৌঃ মোহাম্মদ সাহেব। তিনি প্রতিটি আহমদীকে ইবাদতে ইলাহীতে সত্যিকারভাবে কায়েম হইয়া দাওয়াত ইলাল্লাহর পবিত্র কার্যে ব্রতী হওয়ার জন্য অতি গুরুত্ব সহকারে হৃদয়গ্রাহী আহ্বান জানান। অতঃপর জলসা কমিটির সেক্রেটারী জনাব এ, কে, রেজাউল করীম সাহেব বন্ধুগণের পক্ষ হইতে প্রেরিত দোওয়ার আবেদন সমূহ পেশ করেন এবং সকলের প্রতি শোকরিয়া জ্ঞাপন করেন। তারপর শেষ ইজতেমায়ী দোওয়া অনুষ্ঠিত হয়, যাহা পরিচালনা করেন মরকজ হইতে আগত ওফ্দের প্রধান মোহতারম আল-হাজ্ব মির্যা আবদুল হক সাহেব। অতঃপর এই অধিবেশনের অনুষ্ঠানসূচী ঘোষণায় নিয়োজিত জনাব নাজির আহমদ ভুঁইয়া সাহেব মোহতারম আমীর সাহেবের পক্ষ হইতে এবারের সালানা জলসার পরিসমাপ্তি ঘোষণা করেন। 'ওয়া আখেরু দা'ওয়ানা আনেল হামদুলিল্লাহে রাব্বিল আলামীন।

উল্লেখযোগ্য যে, এবারের সালানা জলসার প্রথম ও শেষ দিনে ১ জন ভগ্নী ও ৯ জন ভ্রাতা বয়েত করিয়া সেলসেলা আহমদীয়ায় দাখিল হন এবং দুইটি বিবাহ পড়ান হয়। আলহামদুলিল্লাহ। এই নুতন বয়েতকারীদের ঈমানের তরক্কি ও এস্তেকামাত এবং ইসলামের সেবায় সর্বপ্রকার কোরবানী করার তৌফিক লাভের জন্য সকলের খেদমতে দোওয়ায় আবেদন করা যাইতেছে।

—মৌঃ আহমদ সাদেক মাহমুদ

অপ্রীতিকর ও শিক্ষনীয়

তিনদিনব্যাপী বাংলাদেশ আঞ্জুমানে আহমদীয়ার ৬৯তম সালানা জলসা বিগত ১১ই মার্চ রবিবার সন্ধ্যা ৬-০০ ঘটিকায় আল্লাহতায়ালার অশেষ ফজলে অত্যন্ত সফলতার সাথে সমাপ্ত হওয়ার পর রাত প্রায় ১১টায় ৪নং বকশী বাজার রোডস্থ আঞ্জুমানের গেট ও মসজিদ এবং প্রাংগনে জলসার উদ্দেশ্যে সমবেত লোকজনের উপর পার্শ্ববর্তী আলিয়া মাদ্রাসার একদল উশৃঙ্খল ছাত্র অতর্কিত ভাবে হামলা চালায়। তারা আঞ্জুমানের প্রবেশদ্বারে পবিত্র কলেমা "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মদুর রসুলুল্লাহ" লেখা কাপড়ের ব্যানারটি আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ফেলে, বিভিন্ন প্রকারের অশ্লীল শ্লোগান দেয়, ইটপাটকেল ছোড়ে, পটকা ফুটায় এবং আগুনের গোলা নিক্ষেপ করে এবং জলসার শামিয়ানাতে আগুন ধরিয়ে দিতে বারবার চেষ্টা চালায়। তাদের ইট-পাটকেল ও আগুনের গোলা নিক্ষেপে ২২জন আহমদী যুবক, বালক ও বৃদ্ধ কম-বেশী আহত হয়। এর মধ্যে দুর্গারামপুরের জনাব কিরণ মিয়ার অবস্থা আশংকাজনক হওয়ায় তাকে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়। পরে অস্ত্রোপচারের জন্য তাকে পিজি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়।

ইসলামের এই নামধারী মৌলবীগণ পবিত্র কলেমা এবং কোরআনের আয়াত সম্বলিত ব্যানার পুড়িয়ে ফেলা সত্বেও এবং আগুনের গোলা ও ইট-পাটকেল নিক্ষেপের মাধ্যমে হামলা চালালেও আহমদীয়া জামাতের সদস্যরা আহত হয়েও অত্যন্ত ধৈর্য্য এবং সহনশীলতার যে পরিচয় দিয়েছেন তা ছিল ঈমান ও ইসলামী নৈতিকতা অবক্ষয়ের বর্তমান সময়ের জন্য এক নজীর বিহীন উদাহরণ। অবশ্য আহমদীয়াতের ইতিহাসে ধৈর্য্য ও সহনশীলতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনের অসংখ্য ঘটনা রয়েছে। কেননা আহমদীরা ইসলামী শিক্ষার আলোকে তাদের ইমামের নির্দেশানুক্রমে সর্বাবস্থায় ধৈর্য্য ও প্রীতির পথে চলতে বদ্ধপরিকর। যেমন, আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইমাম মাহদী (আঃ) বলেন, "গালি শ্রবনে দোওয়া দিবে, দুঃখ-যাতনার বিনিময়ে সুখ দিবে ॥ অহংকার সুলভ স্বভাব ও আচরণ দেখে তোমরা দেখাবে ও নম্রতা ও বিনয় ॥' (দুররে সমীম)

তেমনি বিগত ডিসেম্বর'৮৩ জামাতের কেন্দ্রীয় সালানা জলসায় হযরত খলিফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) বলেছেন :

"আমাদের ধৈর্যকে ঘৃণা ও বিদ্বেষের আগুন দগ্ধিভূত করিতে পারিবে না।"

"আমদের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ পোষনকারিদিগকে সুসংবাদ দিতেছি যে, আমাদের পক্ষ হইতে তোমাদের ভাগ্যে সদাসর্বদা শান্তি বিরাজ করিবে।"

হামলাকারীরা গেট ভাঙ্গার এবং আগুনের গোলা নিক্ষেপে অগ্নিসংযোগের আপ্রাণ চেষ্টা করলেও তাদের ইট-পাটকেল বর্ষণের ভিতর দিয়ে আঞ্জুমানের ভিতরে আটকাপড়া কয়েকশত আহমদীদের অমিত সাহসবলে আগুন নিভাবার চেষ্টা-প্রয়াসের ফলে আল্লাহতায়ালার ফজলে শামিয়ানাগুলিতে আগুন ধরে নাই এবং লোহার গেটকেও হামলাকারীরা ভাংতে বা খুলতে

পারে নাই। উল্লেখযোগ্য যে, আগুন নেভাতে দমকল বাহিনী এলে তাদের বাধা দেওয়া হয় এবং দমকলবাহিনী ফিরে যেতে বাধ্য হয়।

খাতামান্নবীঈন হযরত মোহাম্মদ (সাঃ)-এর আদর্শে অনুপ্রাণিত এবং তাঁরই শিক্ষার আলোকে আহমদীয়া জামাতের উপস্থিত সকল সদস্য শত উস্কানী ও অত্যাচারের মুখেও আল্লাহতায়ালার ফজলে নিজেদেরকে সম্পূর্ণ সংযত রাখেন। আল-হামদুলিল্লাহ।

তেমনিভাবে গত ১৪ই মার্চ দিবাগত রাত প্রায় ৩টার সময় অনুরূপ একটি দল আঞ্জুমানের প্রবেশদ্বারের স্তম্ভদ্বয়ের দেয়ালে নির্মিত ব্লাকবোর্ডে স্থায়ীভাবে লিখিত নিম্নরূপ পবিত্র হাদিস ও আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতার একটি উপদেশমূলক বাণীকে মুছে ফেলতে চেষ্টা চালায়। তারা উক্ত লেখাগুলির উপর রং লেপন করে। ঠিক ঐসময়ে আইন-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায় কর্তব্যরত পুলিশ টের পেলে দুষ্কৃতকারীরা ইট-পাটকেল ছুড়তে ছুড়তে আলিয়া মাদ্রাসায় পালিয়ে যায়। ব্লাক-বোর্ড দু'টিতে লেখাগুলি নিম্নরূপ :

আল-হাদিস ঃ

সেই ব্যক্তি প্রকৃত মুসলমান যাহার জিহ্বা ও হাত হইতে অন্যান্য মুসলমানগণ নিরাপদ এবং সেই ব্যক্তি মোমেন যাহার অনিষ্ট হইতে সমস্ত মানব মণ্ডলীর জীবন এবং ধন-সম্পদ নিরাপদ। (বুখারী)

হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)-এর উপদেশ বাণী ঃ

"মানবজাতির জন্য জগতে আজ কোরআন ব্যতিরেকে আর কোন ধর্মগ্রন্থ নাই এবং আদম সন্তানের জন্য বর্তমানে মোহাম্মদ (সাঃ) ভিন্ন কোন রসুল ও শেফায়াতকারী নাই।

অতএব তোমরা সেই মহাগৌরব সম্পন্ন নবীর সহিত প্রেম সূত্রে আবদ্ধ হইতে চেষ্টা কর এবং অন্য কাহাকেও তাঁহার উপর কোন প্রকারের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করিও না।" (কিশ্‌তিয়ে নূহ)

ধর্মীয় মতভেদকে কেন্দ্র করে পবিত্র কলেমা তৈয়ব, কুরআন করীমের পবিত্র আয়াত ও হাদীস শরীফ এবং ধর্মীয় উপদেশ-বাণীকে পুড়িয়ে দেওয়া এবং মুছে ফেলাই কি এই নামধারী তথাকথিত আলেমগণের 'নায়েবে রসুল' হওয়ার পরিচয়, না অন্য কোন কিছু? বস্তুতঃ তাঁরা এই সকল কার্যকলাপের দ্বারা ইহাই কি প্রমাণ করেন নাই যে, ঈমান ও নৈতিকতার অবক্ষয়ের শিকারে পরিণত এই আখেরী জামানায় ওয়াদা অনুযায়ী আল্লাহতায়ালা প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহদী (আঃ)-কে ইসলামের অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ, আদর্শ ও আসমানী নিদর্শনাবলী সহকারে যথাসময়েই প্রেরণ করেছেন? সেই পবিত্র ও মহান উদ্দেশ্যেই তিনি আহমদীয়া জামাত কায়েম করে গিয়েছেন, যারা শান্তিপূর্ণ উপায়ে পৃথিবীময় ইসলামের সেবা ও প্রচার এবং খাঁটি ইসলামী আদর্শ প্রতিষ্ঠার কাজে আত্মনিয়োজিত রয়েছে।

আমরা আশা করি, আল্লাহ ও তাঁর পবিত্র রসুল (সাঃ)-এর নির্দেশানুক্রমে আমাদের এই বিভ্রান্ত ভাইয়েরা ভবিষ্যতের জন্য এই নিছক ধর্মীয় ও শান্তিপ্রিয় জামাতের বিরোধিতায় আইন-শৃংঙ্খলা ভঙ্গ করে আদর্শ বিবর্জিত ও গর্হিত পথ অবলম্বন থেকে বিরত থাকবে। আল্লাহতায়ালা সকলকে ইসলামী শিক্ষা ও আদর্শের পবিত্রতা রক্ষায় যত্নবান হওয়ার তওফিক দান করুন। আমীন।

—(আ, স, ম,)

আহমদীয়া জামাতের ধর্ম-বিশ্বাস

আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইমাম মাহ্দী মসীহ্ মওউদ (আঃ) তাঁহার "আইয়ামুস সুলেহ" পুস্তকে বলিতেছেন :

"যে পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলামের ভিত্তি স্থাপিত, উহাই আমার আকিদা বা ধর্ম-বিশ্বাস। আমরা এই কথার উপর ঈমান রাখি যে, খোদাতায়ালা ব্যতীত কোন মা'বুদ নাই এবং সৈয়্যদনা হযরত মোহাম্মদ মোস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম তাঁহার রসুল এবং খাতামুল আম্বিয়া (নবীগণের মোহর)। আমরা ঈমান রাখি যে, ফেরেশ্তা, হাশর, জান্নাত এবং জাহান্নাম সত্য এবং আমরা ঈমান রাখি যে, কুরআন শরীফে আল্লাহতায়ালা যাহা বলিয়াছেন এবং আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম হইতে যাহা বর্ণিত হইয়াছে উল্লিখিত বর্ণনানুসারে তাহা যাবতীয় সত্য। আমরা ঈমান রাখি, যে ব্যক্তি এই ইসলামী শরীয়ত হইতে বিন্দু মাত্র কম করে, অথবা যে বিষয়গুলি অবশ্য-করণীয় বলিয়া নির্ধারিত তাহা পরিত্যাগ করে এবং অবৈধ বস্তুকে বৈধ করণের ভিত্তি স্থাপন করে, সে ব্যক্তি বে-ঈমান এবং ইসলাম বিদ্রোহী। আমি আমার জামাতকে উপদেশ দিতেছি যে, তাহারা যেন বিশুদ্ধ অন্তরে পবিত্র কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসুলুল্লাহ্'-এর উপর ঈমান রাখে এবং এই ঈমান লইয়া মরে। কুরআন শরীফ হইতে যাহাদের সত্যতা প্রমাণিত, এমন সকল নবী (আলাইহেমুস সালাম) এবং কেতাবেরউপর ঈমান আনিবে। নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এবং এতদ্ব্যতীত খোদাতায়ালা এবং তাঁহার রসুল কর্তৃক নির্ধারিত যাবতীয় কর্তব্য সমূহকে প্রকৃতপক্ষে অবশ্য-করণীয় মনে করিয়া এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় সমূহকে নিষিদ্ধ মনে করিয়া সঠিকভাবে ইসলাম ধর্ম পালন করিবে। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ের উপর আকিদা ও আমল হিসাবে পূর্ববর্তী বুজুর্গানের 'এজমা' অর্থাৎ সর্ববাদি-সম্মত মত ছিল এবং যে সমস্ত বিষয়কে আহ্লে সুন্নত জামাতের সর্ববাদি-সম্মত মতে ইসলাম নাম দেওয়া হইয়াছে, উহা সর্বতোভাবে মান্য করা অবশ্য কর্তব্য। যে ব্যক্তি উপরোক্ত ধর্মমতের বিরুদ্ধে কোন দোষ আমাদের প্রতি আরোপ করে, সে তাকওয়া এবং সততা বিসর্জন দিয়া আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ রটনা করে। কিয়ামতের দিন তাহার বিরুদ্ধে আমাদের অভিযোগ থাকিবে যে, কবে সে আমাদের বুক চিরিয়া দেখিয়াছিল যে, আমাদের মতে এই অঙ্গীকার সত্ত্বেও, অন্তরে আমরা এই সবের বিরোধী ছিলাম?

"আলা ইন্না ল'নাতল্লাহে আলাল কাফেরীনাল মুফতারিয়ীন"

অর্থাৎ, "সাবধান, নিশ্চয়ই মিথ্যা রটনাকারী কাফেরদের উপর আল্লাহর অভিশাপ।"

(আইয়ামুস সুলেহ, পৃঃ ৮৬-৮৭)

Published & Printed by Md. F. K. Molla at Ahmadiyya Art Press
for the proprietors, Bangladesh Anjuman-E-Ahmadiyya.
4, Bakshibazar Road, Dhaka-11
Phone No. 501379
Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar